ইউনিট ৪

চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা

Degree of Demand and Elasticity

"অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে" চাহিদার সঙ্গে দামের বিপরীত সম্পর্কের কথা আমরা জানি। কিন্তু দাম পরিবর্তনে চাহিদার এই পরিবর্তন সকল পণ্যের জন্য যেমন এক নয়, সকল আয়গোষ্ঠীর কাছেও দামের পরিবর্তনে একইভাবে চাহিদার পরিবর্তন হয় না। এই বিষয়টি সূক্ষ্ম কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে এটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাগে আমরা এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করবো।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

- ❒ পাঠ-১. চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা ধারণা
- ❒ পাঠ-২. চাহিদার বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তা

পাঠ - ১

চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা ধারণা

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *নমনীয়তা কাকে বলে*
- ◆ *নমনীয়তা কতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়*

নমনীয়তা (Elasticity)[১৪]

পণ্যের নমনীয়তা বা Elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে পরিমাপ করা হয় দাম বা আয় পরিবর্তনের হারের সঙ্গে ভোক্তার চাহিদা বা যোগান পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক, তার নমনীয়তার সম্পর্ক।

আমরা সবাই জানি, অন্যান্য সব শর্ত যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে একটি পণ্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে আবার একটি পণ্যের দাম কমলে যোগান কমবে এবং দাম বাড়লে যোগান বাড়বে। কিন্তু চাহিদা, যোগান ও দামের এতটুকু সম্পর্ক দিয়েই একদিকে দাম এবং অন্যদিকে চাহিদা ও যোগান এই দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের পুরোটা বোঝা যায় না। কারণ, দাম কমলে সাধারণভাবে সব পণ্যের চাহিদা বাড়লেও দাম কমার হারের সঙ্গে সব জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধির হার এক নয়। আবার দাম বাড়লে সাধারণভাবে সব পণ্যের চাহিদা কমলেও দাম বাড়ার হারের সঙ্গে সব পণ্যের চাহিদা হ্রাসের হার এক নয়। যোগানের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে। দাম পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের হারের ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্নতা, এক্ষেত্রে একটি পণ্যের সঙ্গে অন্যটির যে পার্থক্য দেখা যায় তা ভোক্তার আচরণ বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যই নমনীয়তা বা Elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা ধারণা ব্যবহার করা হয়। নমনীয়তা দিয়ে তাই পরিমাপ করা হয় দাম বা আয় পরিবর্তনের হারের সঙ্গে ভোক্তার চাহিদা বা যোগান পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক, তার নমনীয়তার সম্পর্ক। নির্দিষ্টভাবে যখন দাম এবং চাহিদার মধ্যেই আমরা নমনীয়তার বিশ্লেষণ সীমিত রাখি তখন তাকে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় চাহিদার দাম নমনীয়তা (price elasticity of demand)। এছাড়া চাহিদার আয় নমনীয়তা (income elasticity of demand), যোগানের দাম নমনীয়তা (price elasticity of supply) ইত্যাদিভাবেও আমরা নমনীয়তার বিশ্লেষণ করতে পারি।

চাহিদার দাম নমনীয়তা (Price elasticity of demand)

এক কথায়, দামের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের হার নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমেই আমরা চাহিদার দাম নমনীয়তা বের করতে পারি।

---

[১৪] Elasticity শব্দের অর্থ হিসেবে এখানে আমি ব্যবহার করেছি নমনয়তা। আমার জানামতে এই শব্দের ব্যবহার প্রথম করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. হরেন্দ্র কান্তি দে। সাধারণভাবে elasticity শব্দের বাংলা হিসেবে 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা দু অঞ্চলেই বহুল প্রচলিত। এই শব্দ ব্যবহারে আমি প্রথম আপত্তি শুনি বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমানের কাছে। অমর্ত্য সেনও এই শব্দের ব্যবহারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে লিখিতভাবেই তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "অর্থনীতিতে elasticity-র ব্যবহার হয় এক জিনিষের প্রভাব অন্য জিনিষের প্রভাব অন্য জিনিষের উপর কত তার পরিমাপ হিসেবে। যেমন, দামের প্রভাব চাহিদার পরিমাপের উপর কতটা সে মাপ প্রকাশ করে price elasticity of demand। ইংরেজী elasticity শব্দের এই অর্থ পদার্থবিদ্যায় elasticity-র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা অর্থনীতিতে পদার্থবিদ্যার অনুগত্যে elasticity-র অনুবাদ করা হয়েছে "স্থিতিস্থাপকতা"। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ অনুবাদ সম্পূর্ণরকম পরিহার্য। পদার্থবিদ্যার পা চেটে বড় হওয়ার প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে অবশ্য নুতন নয়। যেমন অঙ্কের ব্যবহারে mathematical logic উপেক্ষা করে calculus differential equations-এর সামগ্রিক প্রয়োগ পদার্থবিদ্যার অনুকরণেই অর্থনীতিতে সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু elasticity-র দুই অর্থের বিভ্রান্তি খুবই আশ্চর্যজনক" (*জীবনযাত্রার অর্থনীতি*, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ: ২২।) অমর্ত্য সেন যে বাংলা শব্দ প্রস্তাব করেছেন সেটি হল "প্রভাব গ্রাহকতা"। কিন্তু আমি মনে করি নমনীয়তা শব্দটি তুলনায় সহজ কিন্তু অর্থের প্রতি যথার্থ অনুগত। তবে এই শব্দ আরেকটি ইংরেজি শব্দ flexibility-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। সতর্ক থাকলে এ সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

$|e| = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$ চাহিদার দাম নমনীয়তার মান ঋনাত্মক হয় বলে আমরা চূড়ান্ত (absolute) মান |e| বিবেচনা করি।

এখানে Q হচ্ছে মূল পরিমাণ এবং ΔQ হচ্ছে এই পরিমাণের পরিবর্তনের পরিমাণ। P হচ্ছে মূল দাম আর ΔP হচ্ছে দামের পরিবর্তনের পরিমাণ।

দামের বা আয়ের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার বা যোগানের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রধানত: পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল নিম্নরূপ:

১. চূড়ান্ত নমনীয় (perfectly elastic), $|e| = \infty$

২. নমনীয় (elastic), $|e|>1$

৩. একক নমনীয় (unit elastic), $|e| = 1$

৪. অনমনীয় (inelastic), $|e| < 1$

৫. চূড়ান্ত অনমনীয় (perfectly inelastic), $|e| = 0$

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার আমূল বা অসীম পরিবর্তন ঘটে তখন সেই পণ্যকে বলা হয় চূড়ান্ত নমনীয় (perfectly elastic) অর্থাৎ নমনীয়তাকে আমরা যদি e দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা বলতে পারি $|e| = \infty$।

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এক এককের চাইতে বেশি পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় নমনীয় (elastic) বা $|e|>1$। অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগের বেশি কমে যাবে। আবার দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ কমবে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগেরও বেশি বাড়বে।

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদারও এক এককই পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় একক নমনীয় (unit elastic), $|e| = 1$। অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদাও ১০ ভাগই কমে যাবে। আবার দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ কমবে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগই বাড়বে।

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এক এককের চাইতে কম পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় অনমনীয় (inelastic), $|e| <1$। অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগেরও কম কমবে। আবার দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ কমবে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগের কম বাড়বে।

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কোনরকম পরিবর্তনই হয় না তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় চূড়ান্ত অনমনীয় (perfectly inelastic), $|e| = 0$। অর্থাৎ পণ্যের দাম শতকরা যাই বাড়ুক বা কমুক চাহিদার ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব পড়বে না।

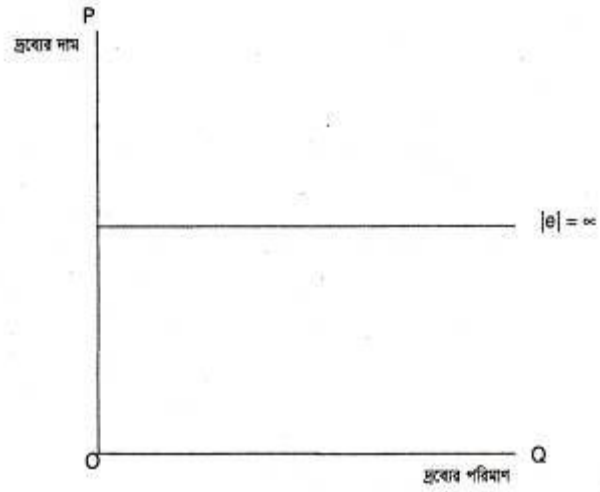

চিত্র ৪.১ : চূড়ান্ত নমনীয় চাহিদা রেখা

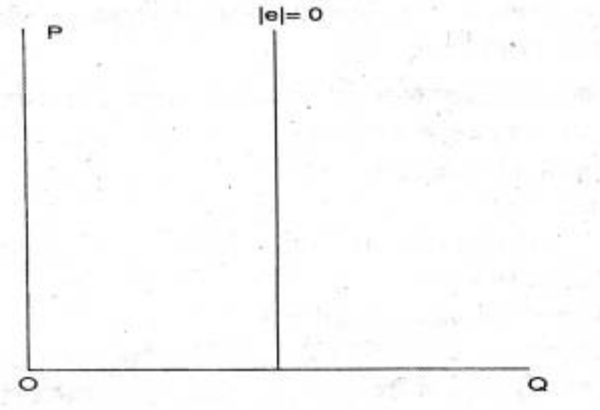

চিত্র ৪.২: চূড়ান্ত অনমনীয় চাহিদা রেখা

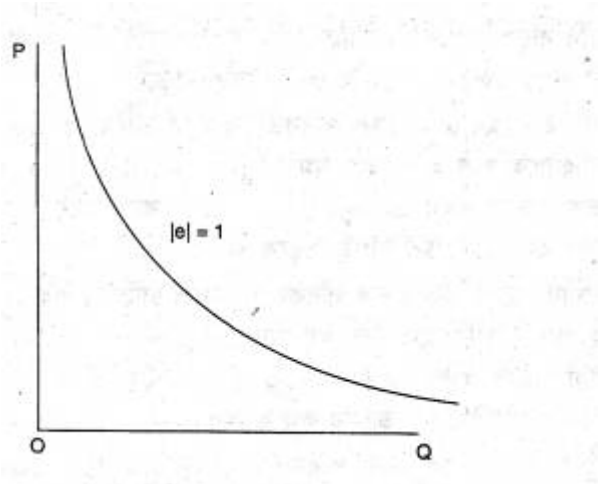

চিত্র ৪.৩: একক নমনীয় চাহিদা রেখা

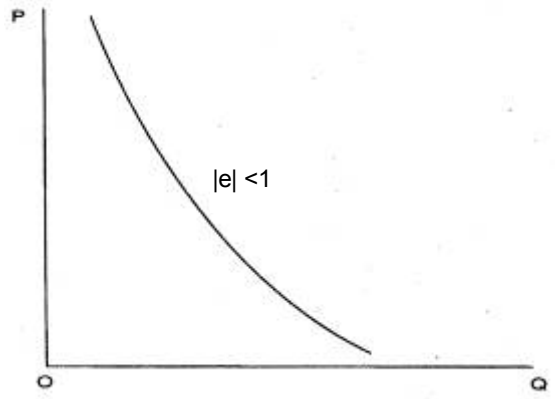

চিত্র ৪.৪: অনমনীয় চাহিদা রেখা

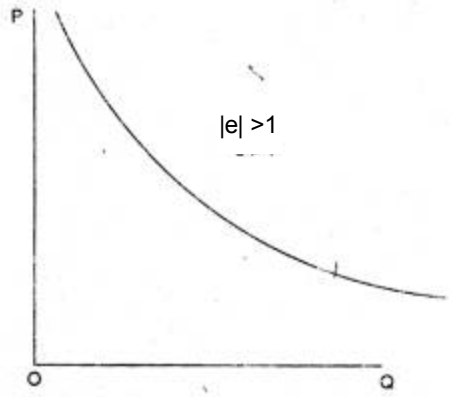

চিত্র ৪.৫ : নমনীয় চাহিদা রেখা

আবার একটি সরল রৈখিক চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার দাম নমনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। ক্যালকুলাসের ধারণা ব্যবহার করে আমরা এটি সহজেই দেখাতে পারি।

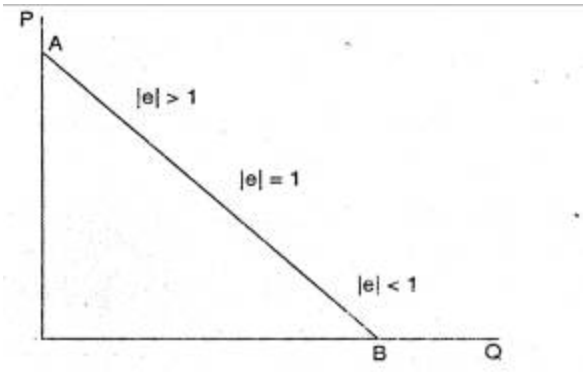

চিত্র ৪.৬ : একই রেখায় বিভিন্ন নমনীয়তা

AB চাহিদা রেখার মধ্যবিন্দুতে |e| = 1, মধ্যবিন্দুর উপরের অংশের যে কোন বিন্দুতে |e|>1 এবং মধ্যবিন্দুর নিচের অংশের যেকোন বিন্দুতে |e| < 1. উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের আচরণ বিশ্লেষণে চাহিদার দাম নমনীয়তার ধারণার ব্যবহার আমরা পরে দেখব।

রেখাংশ নমনীয়তা (Arc Elasticity) বের করতে গেলে আমরা নিচের সূত্র অবলম্বন করতে পারি। এটি হল:

$$|e| = \frac{(Q_2 - Q_1)/(P_2 - P_1)}{(Q_1 + Q_2)/(P_1 + P_2)}$$

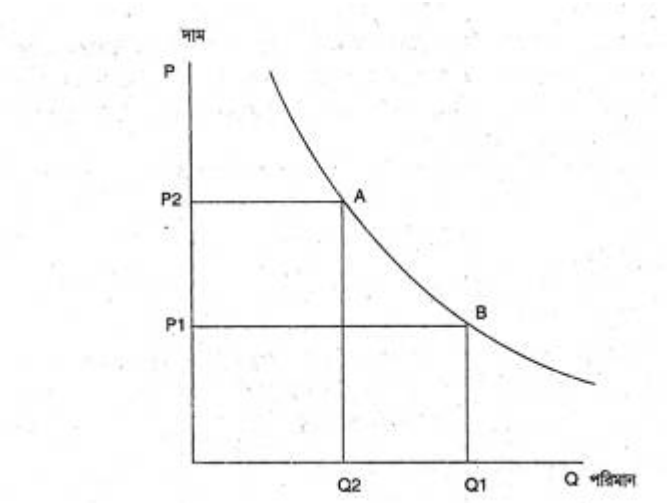

চিত্র ৪.৭: রেখাংশ নমনীয় চাহিদা (arc elasticity)

এখানে P_1 থেকে P_2 দাম পরিবর্তনে পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনার জন্য এই রেখাংশ পদ্ধতি।

ΔP ও ΔQ যতই $\rightarrow 0$ হতে থাকবে ততই রেখাংশ নমনীয়তা dQ/dP. P/Q অর্থাৎ বিন্দু নমনীয়তায় পরিবর্তিত হতে থাকবে।

নিচের ছকে বিভিন্ন নমনীয়তার মর্মবস্তু ও মোট আয়ের উপর তার প্রভাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ছক ৬ : নমনীয়তার ধরন ও তার প্রভাব: সারসংক্ষেপ

চাহিদার নমনীয়তার মাত্রা	নির্দিষ্ট রূপ	সংজ্ঞা	আয়ের উপর প্রভাব

$\|e_d\|>1$	নমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার এক এককের চাইতে বেশি পরিবর্তন	দাম কমলে বিক্রেতার আয় বাড়বে
$\|e_d\| = 1$	একক নমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদারও এক একক পরিবর্তন	দাম কমলে আয় একই থাকবে।
$\|e_d\| < 1$	অনমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার এক এককের চাইতে কম পরিবর্তন।	দাম কমলে আয় কমবে।

সারসংক্ষেপ

নমনীয়তা দাম বা আয় পরিবর্তনের হারের সঙ্গে ভোক্তার চাহিদা বা যোগান পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক পরিমাপ করে। চাহিদার দাম নমনীয়তাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। চূড়ান্ত অনমনীয়, নমনীয়, একক নমনীয়, অনমনীয় ও চূড়ান্ত অনমনীয়। একটি সরলরৈকি চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার দাম নমনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নমনীয় চাহিদার ক্ষেত্রে পণ্যের দাম যখন শতকরা ২০ ভাগ বাড়বে, তখন এর চাহিদা
   ক. ২০ ভাগের কম বাড়বে। খ. ২০ ভাগের বেশী কমবে।
   গ. স্থির থাকবে। ঘ. কোনটিই নয়।

২. একটি সরলরৈখিক চাহিদা রেখার মধ্যবিন্দুতে-
   ক. $|e| = 0$ খ. $|e| > 1$
   গ. $|e| = 1$ ঘ. $|e| < 1$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রেখাংশ নমনীয়তা ও বিন্দু নমনীয়তা বলতে কি বোঝায়?

২. মোট আয়ের উপর চাহিদার বিভিন্ন নমনীয়তার প্রভাব উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নমনীয়তার ধারণা চাহিদা ও দামের বিশ্লেষণে কেন গুরুত্বপূর্ণ? চূড়ান্ত অনমনীয় থেকে চূড়ান্ত নমনীয় পর্যন্ত কতগুলো নমনীয়তার মাত্রা থাকতে পারে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. রেখাংশ নমনীয়তা ও বিন্দু নমনীয়তার পার্থক্য চিত্রসহ আলোচনা করুন। চাহিদার দাম নমনীয়তার বিভিন্ন মাত্রায় দামের পরিবর্তনে বিক্রেতার আয়ের কি ধরনের পরিবর্তন হয়?

পাঠ - ২

চাহিদার বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তা

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন –
- ◆ *চাহিদার বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তা*
- ◆ *যোগানের দাম নমনীয়তা*
- ◆ *নমনীয়তার বাস্তব চিত্র ও অর্থনীতিতে তার ব্যবহার*

চাহিদার নমনীয়তার ধারণার প্রয়োগ সাধারণত: দেখা যায় ভোক্তার চাহিদার ধাঁচ বোঝার জন্য কিন্তু, আমরা আগেই বলেছি, এগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার সম্ভব এবং তার ব্যবহার হয়েও থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভোক্তাদের আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদার মাত্রার পরিবর্তন পরীক্ষা। একে বলা হয়, চাহিদার আয় নমনীয়তা (income elasticity of demand)। এছাড়া আছে চাহিদার আড়াআড়ি নমনীয়তা (cross-elasticity of demand), যেখানে একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভোক্তার অন্য পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়।

ভোক্তাদের আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদার মাত্রার পরিবর্তন পরীক্ষাকে বলা হয়, চাহিদার আয় নমনীয়তা। এছাড়া আছে চাহিদার আড়াআড়ি নমনীয়তা, যেখানে একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভোক্তার অন্য পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়।

চাহিদার আয় নমনীয়তাকে আমরা সমীকরণের মাধ্যমে লিখতে পারি নিম্নরূপ:

$$e_M = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q}$$

এখানে আয় M যার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিমাণের (Q) পরিবর্তনের অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে।

এখানে আড়াআড়ি নমনীয়তাকে আমরা সমীকরণের মাধ্যমে লিখতে পারি নিম্নরূপ:

$$e_{xy} = \frac{\Delta Qx}{\Delta Qy} \cdot \frac{Py}{Qx}$$

এখানে পণ্য দুটো X ও Y; Y পণ্যের দাম পরিবর্তনে X পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন নির্দিষ্ট করা হচ্ছে।

যোগানের দাম নমনীয়তা

একইভাবে আমরা যোগানের দাম নমনীয়তাও বের করতে পারি। এর সূত্র হলো :

$$e_s = \frac{\Delta Qs / Qs}{\Delta P / P}$$

বিভিন্ন মাত্রার যোগানের দাম নমনীয়তা রেখায় দেখানো যায়।

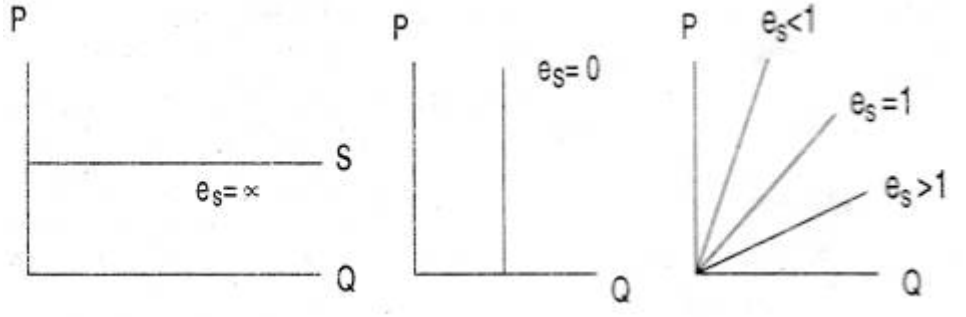

নমনীয়তার বাস্তব চিত্র ও অর্থনীতিতে তার ব্যবহার

যেসব পণ্যের সুলভ এবং উপযুক্ত বিকল্প পাওয়া সম্ভব সেসব পণ্য সাধারণত: নমনীয় (elastic) হয় কারণ সেগুলোর দাম বাড়লে ভোক্তাদের পক্ষে খুব সহজেই তার চাহিদা কমিয়ে দিয়ে বিকল্প দ্রব্য ক্রয় সম্ভব হয়। এরকম সহজ ও সুলভ বিকল্প না থাকলে পণ্যের চাহিদা সাধারণত: অনমনীয় (inelastic) হয়। কারণ তখন ভোক্তাদের পক্ষে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদা পরিবর্তন সম্ভব হয় না। নমনীয়তার এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে তার উপর মোট খরচ কত হবে তা নির্ভর করে। কোন্ ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে সরকারের রাজস্ব বাড়বে, আর কোন্ ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে রাজস্ব কমবে তা নির্ভর করে সেসব পণ্যের নমনীয়তার উপর। উৎপাদক বা বিক্রেতাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, এই নমনীয়তার উপরই নির্ভর করে কোন্ পণ্যের দাম বাড়ালে বিক্রেতারা লাভবান হবে, আবার কোন্ পণ্যের দাম বাড়ালে তা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। সুতরাং সরকার, উৎপাদক, বিক্রেতা সবার জন্যই পণ্যের নমনীয়তা সম্পর্কে ধারণা খুব দরকার।

সহজ ও সুলভ বিকা থাকলে পণ্যের চাহি সাধারণত: অনমনীয় হয়। কারণ তখন ভোক্তাদের পক্ষে দা পরিবর্তনের সঙ্গে স তার চাহিদা পরিবর্ত সম্ভব হয় না।

কোন্ ধরনের পণ্যে উপর কর বসালে সরকারের রাজস্ব বাড়বে, আর কোন্ ধরনের পণ্যের উপ কর বসালে রাজস্ব কমবে তা নির্ভর ক সেসব পণ্যের নমনীয়তার উপর।

একজন ভোক্তার জন্য কোন পণ্য অনমনীয় হবে আর কোনটি নমনীয় হবে তা তার আয়সীমা দ্বারাও অনেকখানি প্রভাবিত হয়। আয় কম থাকলে একজন ভোক্তার কাছে একদম নিত্য প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য অনেক কিছুই বিলাসদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হবে, যেমন: টিভি, পোষাক, ভ্রমণ ইত্যাদি। তার ফলে এসবের যে অনুপাতে দাম বাড়বে তার চাইতে বেশি অনুপাতে তার এগুলোর চাহিদা কমবে। অর্থাৎ এসব পণ্য ঐ ভোক্তার কাছে উঁচুমাত্রায় নমনীয়। কিন্তু আয় বেশি থাকলে এই একই পণ্য ভোক্তার কাছে প্রয়োজনীয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তখন এসবের যে অনুপাতে দাম বাড়বে সেই অনুপাতে তার চাহিদা কমবে না। অর্থাৎ এসব পণ্য তার কাছে হয়ে ওঠবে অনমনীয়। নিচের ছকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদার দাম, আয় ও আড়াআড়ি নমনীয়তা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আমরা আরও দেখছি যে, পণ্যের নমনীয়তা এবং তার ধরন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

একজন ভোক্তার জ কোন পণ্য অনমনীয় হবে আর কোনটি নমনীয় হবে তা তার আয়সীমা দ্বারাও অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

নিচে একটি নির্দিষ্ট বাজারে বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন নমনীয়তার বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ছক ৭: বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তার বাস্তব চিত্র

চাহিদার দাম নমনীয়তা			চাহিদার আড়াআড়ি নমনীয়তা			চাহিদার আয় নমনীয়তা		
পণ্য	e	চাহিদার ধরন	পণ্য	e_{xy}	পণ্যের ধরন	পণ্য	e_M	পণ্যের ধরন
গরুর মাংস	০.৯২	অনমনীয়	গরুর মাংস শুয়োরের মাংস	০.২৮	বিকল্প	মাখন	০.৪২	প্রয়োজনীয়
আলু	০.৩১	অনমনীয়	মাখন,মার্গারিন	০.৬৭	বিকল্প	মার্গারিন	-০.২০	নিকৃষ্ট
চিনি	০.৩১	অনমনীয়	পনির, মাখন	-০.৬১	সম্পুরক	মাংস	০.৩৫	প্রয়োজনীয়
বিদ্যুৎ	১.২০	নমনীয়	চিনি, ফল	-০.২৮	সম্পুরক	বিদ্যুৎ	০.২০	প্রয়োজনীয়
রেস্তোরাঁয় খাওয়া	২.২৭	নমনীয়	বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস	০.২	বিকল্প	রেঁস্তোরায় খাওয়া	১.৪৮	বিলাসদ্রব্য

সূত্র: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জরীপ থেকে সাজিয়েছেন Salvatore।[১৫]

যে পণ্যগুলোর দাম নমনীয়তা ১ এর কম কিন্তু ০-এর বেশি সেগুলোকে আমরা বলছি সাধারণভাবে অনমনীয়। যেগুলো ১-এর বেশি কিন্তু অসীম এর কম সেগুলোকে আমরা বলছি সাধারণভাবে নমনীয়। আড়াআড়ি নমনীয়তা যে দুটো পণ্যে ধনাত্মক সেগুলো বিকল্প অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম হ্রাসে অন্যটির চাহিদা কমে। আবার যখন ঋনাত্মক তখন সেগুলো সম্পূরক কেননা তখন একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে অন্যটির চাহিদা কমে।

আড়াআড়ি নমনীয়তা দুটো পণ্যে ধনাত্মক সেগুলো বিকল্প অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম হ্রা অন্যটির চাহিদা কমে আবার যখন ঋনাত্মক সেগুলো সম্পূরক কে তখন একটি পণ্যের দ বৃদ্ধিতে অন্যটির চাহি কমে।

[১৫] Dominick Salvatore: *Microeconomic Theory,* 3rd edition, 1992.

আয় নমনীয়তা যখন ১ এর কম কিন্তু ০-এর বেশি তখন পণ্যকে আমরা বলতে পারি প্রয়োজনীয়, যখন তা ০-এর কম তখন তা নিকৃষ্ট, যখন ১-এর বেশি তখন তা বিলাসদ্রব্য।

সারসংক্ষেপ

চাহিদার আয় নমনীয়তা, যোগানের দাম নমনীয়তা ইত্যাদি ভাবেও নমনীয়তা বিশ্লেষণ করা যায়। কোন্ ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বা কমবে কিংবা কোন্ পণ্যের দাম বাড়লে বা কমলে বিক্রেতার মোট আয় কতটা বাড়বে বা কমবে তা নির্ভর করে সেসব পণ্যের নমনীয়তার উপর। তাছাড়া একজন ভোক্তার জন্য কোন্ পণ্য অনমনীয় বা নমনীয় হবে তা তার আয়সীমা দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পণ্যের উপর কর আরোপ করে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি বা হ্রাস কিসের উপর নির্ভর করে?
   ক. পণ্যের দাম খ. পণ্যের চাহিদা
   গ. সরকারের বাণিজ্য নীতি ঘ. পণ্যের নমনীয়তা

২. আয় নমনীয়তা যখন ১-এর কম কিন্তু ০-এর বেশী, তখন পণ্যকে বলা হয়-
   ক. বিলাসদ্রব্য খ. প্রয়োজনীয়
   গ. নিকৃষ্ট ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্ন

১. যোগানের দাম নমনীয়তা কি?

২. আয় নমনীয়তা বলতে কি বোঝায়? প্রয়োজনীয়, নিকৃষ্ট ও বিলাসদ্রব্য কিভাবে আয় নমনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নমনীয়তার বিশ্লেষণ সরকারের রাজস্ব নীতি নির্ধারণে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

পাঠ - ১ : ১. খ ২. গ

পাঠ - ২ : ১. ঘ ২. খ